১৬ই এপ্রিল, ২০০৬ সাল, রবিবার
জাপানের মাননীয় পরিবেশ মন্ত্রী মিস ইউরিকো কোইকে এর টোকিও বৈশাখী মেলা প্রাঙ্গণে শুভাগমন ও টোকিও শহীদ মিনারের শুভ উদ্বোধন উপলক্ষে প্রদত্ত স্মারক লিপি

মাননীয় পরিবেশ মন্ত্রী,

রাষ্ট্রীয় কার্যের শত ব্যস্ততা সত্ত্বেও শহীদ মিনারের শুভ উদ্বোধন উপলক্ষে, বৈশাখী মেলা প্রাঙ্গণে আপনার আগমনকে আমরা জানাই আন্তরিক অভিনন্দন। জাপান বাংলাদেশ সোসাইটি, জাপানী ও বাংলাদেশী জনগনের মধ্যে সাংস্কৃতিক সংযোগ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সদা-সক্রিয় একটি সংগঠন। সেই লক্ষ্যে, সাত বছর আগে আমাদের একটি ক্ষুদ্র উদ্যোগ ছিলো টোকিও বৈশাখী মেলা। প্রবাসী বাংলাদেশী ও তাঁদের জাপানী বন্ধুদের আন্তরিক সহযোগিতায়, সেই ক্ষুদ্র উদ্যোগ আজ এক বিশাল মিলন মেলায় পরিণত হয়েছে। এশিয়ার দুটি সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যবাহী জনগোষ্ঠীর মিলন শুধু এই মেলাতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। বন্ধুত্বের পথ ধরে অর্জিত হয়েছে বৃহত্তর লক্ষ্য। ইউনেস্কো স্বীকৃত আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের পটভূমিকায়, এই ইকেবুকুরো নিশিগুচি পার্ক প্রাঙ্গণে নির্মিত হয়েছে শহীদ মিনার। আমরা মনে করি অর্জনের এখানেই শেষ নয়। দুটি সংস্কৃতিবান জাতির এই সখ্যতা আরো অনেক মহৎ কিছু সৃষ্টি করতে সক্ষম।

মানব সভ্যতা বর্তমানে এক ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে। পৃথিবীতে আজ যে আন্তর্জাতিকায়ন প্রক্রিয়া চলছে, সেখানে জাতিতে জাতিতে সখ্যতার চেয়ে সংঘর্ষের প্রভাবই প্রকট। পরস্পরের কাছ থেকে গ্রহণ করে বেড়ে ওঠা নয়, প্রতিপক্ষকে ধ্বংস করে নিজের প্রভাব বলয় বিস্তার করার এক অসুস্থ প্রতিযোগিতা চলছে বিশ্ব জুড়ে। এই প্রক্রিয়ায়, ইতিমধ্যেই অনেক জনগোষ্ঠী স্বকীয়তা বিসর্জন দিয়ে বিলুপ্ত হয়েছে। সেই সাথে বিলীন হয়ে গেছে হাজার বছর ধরে লালিত সেই সব জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য। বিলুপ্ত হয়ে গেছে তাদের ভাষা। এভাবে এক অসম আন্তর্জাতিকায়নের নামে, পৃথিবীর অনেক ভাষা হারিয়ে গেছে। অস্তিত্বের সংকটে ভুগছে আরো অনেক ভাষা । এই প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকলে অচিরেই মানব সভ্যতা তার বহুমাত্রিক রূপ হারিয়ে এক মাত্রিক সীমাবদ্ধতায় আটকে পড়বে, যা সভ্যতার বিবর্তনের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর।

মাননীয় মন্ত্রী, এই প্রেক্ষাপটে জাপান সরকারের কাছে আমাদের আবেদন, পৃথিবীর অর্থনীতিতে নেতৃত্ব দানকারী দেশ জাপান, মানব জাতির ভাষা সংকট উত্তরণেও যেন নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করে। জাপানে সবুজ দিবস, সমুদ্র দিবস, সংস্কৃতি দিবস পালিত হয়। এদেশ একটি ভাষা দিবস পালনের সুযোগ থাকলে, তাতে সকলের ভাষা সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে ও পৃথিবীর ভাষা সংকটের এই ক্রান্তিকাল অতিক্রম করা সহজতর হবে। ভাষার জন্য ভালবাসার যে আন্দোলন বাংলাদেশ থেকে শুরু হয়েছে, তার বিশ্বায়নের জন্য জাপানের বলিষ্ঠ ভূমিকা অপরিহার্য। ইউনেস্কো স্বীকৃত আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস একুশে ফেব্রুয়ারীকে, জাপানের একটি জাতীয় দিবস হিসাবে ঘোষণা প্রদানের মাধ্যমে এদেশ থেকে একুশ শতকের এক নতুন আন্তর্জাতিক ভাষা আন্দোলন শুরু করার জন্য আপনার সরকারের প্রতি আমাদের আকুল আবেদন।
জাপান-বাংলাদেশ মৈত্রী দীর্ঘজীবি হোক।

বিনীত নিবেদক, টোকিও বৈশাখী মেলা ও জাপান বাংলাদেশ সোসাইটির পক্ষে-

ডঃ শেখ আলীমুজ্জামান
সহ-সভাপতি
জাপান বাংলাদেশ সোসাইটি

ডঃ ওসামু ওতসুবো
সভাপতি
জাপান বাংলাদেশ সোসাইটি